



# সাংগীতিক চিকিৎসা ও তার অ সামাজিক প্রেক্ষাপট

গীতা গুপ্ত চক্রবর্তী

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ অনেকসময় উদ্বেগ ও রক্তচাপে ভোগেন। টান ভাবের দন এঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। একদিকে সম্মে হানী চিকিৎসা (hypnosis) অন্যদিকে বিনোদন সংগীত (relaxing music) দিয়ে এঁদের রোগমুক্ত করাহয়। বাঁশিতে বা কঠে কৌশিকী কানাড়া শুনিয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। যেমন বিদেশের এক রোগী(Mr B) বৃদ্ধবয়সে পারিবারিক দায়দ ায়িত্বের চাপবশতঃ অত্যন্ত টানভাবে ভুগছিলেন। তাঁকে ঘুমোনার আগে একশো থেকে এক শুনতে বলা হয় আর কল্পন াপসূত সংগীত (imagining music) শুনিয়ে রোগমু ত্ত করা হয়। স্নায়বিক দৌর্বল্যযুক্ত মানুষ মাথাধরা, অনিদ্রা, হতাশা, স্মৃতিভ্রংশতা প্রভৃতি রোগে ভোগেন। সে- কারণে এঁদের কিছুই ভাল লাগে না। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে এঁরা ত্রমশই অশ্বাসী হয়ে পড়েন। এঁদের মাথাব্যথা অনেকসময় কিছু ওষুধ দিয়ে বা অল্পবিহার গানবাজনা শুনিয়ে সারানো যায়। কিন্তু দুর ারোগ্য মাথাধরা (Chronic Migrane)বড় মারাত্মক। অনেকাংশে এঁরা অলীকের প্রতি ঝাঁসী হন। বিদেশিনী Miss S- কে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তালিকা (Statistical Table Work) এক নাগাড়ে করতে হত। ফলে কোনও কিছু ভুলকেই া বীকার না করার মনোভাব (Cynical view) তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে। তিনি ত্রমশই হতাশায় ভুগতে থাকেন। সাংগীতিক চিকিৎসায় তাঁকে ভালো করে তোলা হয়। তিনি আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। দেখা গেছে মাথাধরায় ভারতীয় ম ার্গসংগীতেরর আলাপ যেমন বেহালায় রবারী কানাড়া প্রভৃতি রাগের আলাপ শুনিয়ে রোগীকে সুস্থ করা গেছে। এ ছাড়া া ঘুমপাড়ানি গান, ভজন প্রভৃতি অনিদ্রারোগ উপশমে সাহায্য করে।

এ বারে আসা যাক কিছু মানসিক রোগীর প্রসঙ্গে। মনোবিদ্যায় (Psychology) বলে, স্মৃতি ভ্রংশতার নানা কারণের মধ্যে একটি হল অনীহা অর্থাৎ কার্যকর বিষয়ে প্রবল অনাগ্রহ। ছান্দসিক প্রক্রিয়ার সংগীতের অবিরত অভ্যাসে বিষয়ের প্রতি এমন রোগীর ত্রমশ আগ্রহ জাগে, আর নির্গত অনুশীলনে স্মৃতিভ্রংশতার ঘোর কাটে। রোগীর মনেযেখানে হীনমন্যতার ভাব, সেখানে উত্তেজক সংগীত (load music) দিতে হবে। আর যিনি নিজের মধ্যে ডুবে গেছেন তাঁকে ছাদ নির্ভর সংগীত (Housing) দিতে হবে। অত্যধিক মানসিক ঘাটতিতে (scvere mental deficiency) রোগী অনেক সময় আত্মঘাতী হতে চান। তাঁর মনে বাঁচার আগ্রহ কমে যায়। বিভিন্ন প্রকার ধবনিজাত সংগীত প্রয়োগে রোগীকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে ডঃ শাস্ত্রনু বন্দ্যোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেছেন।

মনসিক অসম্পূর্ণতার (mental deficiency) ক্ষেত্রে রোগী কখনই সম্পূর্ণ সুস্থ হন না তবে রোগের উপশম করা যায় ।। নির্বুদ্ধি জড়ধী এই সকল রোগীকে সংগীতের সাহায্যে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা যেতে পারে। রোগীকে তিনি যে সমাজবদ্ধ জীব- সমাজ ব্যতিরেকে নয় একথা অনুভব করানো হয় সংগীতের সাহায্যে। সুরের সঙ্গে ব াণী যুক্ত হয়ে রোগীর মনে তা অপূর্ব কাজ করে। এঁদের I.Q. Mental Age Chrono logical Age X 100 বাড়াতে ছন্দপ্রধান সংগীত, কবিতা প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী। মস্তিষ্কের ওপর সংগীতের প্রভাব কি ও কতখানি তা রোগীর অতীতের বাবহারের সঙ্গে বর্তমান ব্যবহারের তুলনা করে বুঝে নিতে হবে। এ বিষয়ে ডাক্তার অমল সোম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার

এক হাসপাতালে অনেক কাজ করেছেন।

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

**সৃষ্টিসন্ধান**

Phone: 98302 43310  
email: [editor@srishtisandhan.com](mailto:editor@srishtisandhan.com)